ডেংগীসুর ও শিবগণের লড়াই

সব্যসাচী সরকার

অনেক বছর কানপুরে থেকে শিবপুরে এসেছি । কথায় বলে মূল্লার দৌড় মসজিদ তক। আমি গত ৩৫ বছর ৬৫৬ নাম্বার বাড়ি ও সাউথ লাবরেটরি, ২১৩ তে টাকুর মাকু হয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছি । এখন শিবপুরে সেই রকম এক ২১৩র মত আখড়া খাড়া না হওয়া পর্যন্ত একেবারে রিটায়ার্ড জীবন যাপন করছি। ৬৫৬র পরিবর্তে বি-৩০১ তে অবস্থান তবে ক্যাম্পাস নয় ১৭এ কলেজ রোড এ। যাই হোক খাওয়া ও ঘুম এ দুটোর একটু বাড়া বাড়ি হয়ে যাচ্ছে। খাওয়ার মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করছি, যেমন কলা শুধু পাকা খেতাম তবে খাওয়ার তালিকায় এখন সমস্ত কদলীর সিগ্মা ফাঙ্গান মানে কলার থোড়,কলার মোচা, কাঁচা কলা, পাকা কলা (এটা পুরনো -কানপুর থেকে অভ্যেস) । এমনকি কলাপাতা-না এটা খাচ্ছি না তবে পৃথিবী বাঁচাতে এটা থালার মতো ব্যাবহার করছি এবং ব্যাপারটা এখানই শেষ হচ্ছে না - এই ব্যাবহ্রিত কলাপাতা কে গরু ও মোষ কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে- না আর এগিয়ে দুধের দিকে যাচ্ছি না কিন্তু গরু ও মোষ নিয়েই আমার এই রচনা। সন্ধ্যা বেলায় তিন তলার বারান্দা তে বসে মোচার চপ খেতে খেতে নতুন হাওড়া পুলের আলোর মালা যখন দেখতে থাকি তখনই এক বিস্ময় কর লড়াইয়ের মুক দর্শক হলাম। ঘটনাটা সংক্ষেপে বলছি ।

আমাদের বাসা বাড়ীর সামনে একখণ্ড সবুজ মাঠ আছে। শুনেছি যে শরিকদের মতের মিল না হতে সেটি এখনও বহুতল বাড়ীর ভিত জমির সম্মান পাইনি তাই সেখানে বিকেল থেকে বাচ্চা ছেলেরা একদিকে খেলে আর অন্য দিখে কিছু মোষ ও গরু চরে । সন্ধ্যা হয়ে এলে বাচ্চারা বাড়ী

মুখো হয় আর শুধু দুটো মোষ ও তিনটে গরু তখনো প্রচুর মনোযোগএ ঘাস ও কচু পাতা খেতে থাকে। এর আগে মানুষের চরিত্র চিত্রণ করার অপচেষ্টাতে অনেক কেষ্ট বিষ্টুদের বিরাগ ভাজন হয়েছি তাই এবারে ভাবলাম যে মোষ ও গরুর চরিত্র চিত্রনে তাঁরা চটে যাবেন না ও ব্যাপারটা বেশ নরম বিষয় পরিবেশন এর মতন হবে ।

যাই হোক এখন প্রায় অন্ধকার শুধু মাঠে আমার পাঁচটি চরিত্র আর এখনই নতুন ঘটনা ঘটতে শুরু করল। গরুগুলো হটাৎ মাঝে মাঝে খাওয়া ছেড়ে মাঠে শুয়ে পড়ে আর মোষ দুটো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রোমন্থন করে । কয়েক মিনিট পরে গরু তিনটি আবার উঠে ঘাস ও কচু পাতা খেতে আরম্ভ করে আর মোষ ও গরু গুলি একটু ছোটা ছুটি করে স্থান অদল বদল করে। পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধানের মুল আর ৩৫ বছরের অনুরুপ ছোটা ছুটি আমার রক্তে তাই দেরি না করে একটি পেন্সিল টর্চ হাতে নিয়ে তদন্তে মন দিলাম। মাঠের ধারে পৌঁছে গিয়ে এক যুতসই কচু গাছের আড়ালে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। যেই একটি গরু শুয়ে পড়লো আমি তার গায়ে টর্চের আলো ফেললাম। যেখানে ঘাস ও গরুর শরীরের মিলনস্থল সেখানে একটা নড়াচড়া দেখলাম সেখানেই আলো ফেলতে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে এলো। শোয়া গরুটা ঘিরে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ মনের আনন্দে গরুর গায়ে লেগে থাকা মশার ঝাঁককে অনেকটা ছোলা ভাজা স্টাইল- এ খেয়ে যাচ্ছে । মশা শেষ করে ব্যাঙেরা কচু পাতার আড়ালে চলে গেলে গরুটি উঠে দাঁড়ালো । এবার মোষ দুটি গরুটার কাছে চলে এলো এবং ঘাস খাওয়াটা তখন গৌণ কারণ বক্সিং এর রিং এর মধ্যে যেমন বক্সাররা ক্রমাগত যায়গা পরিবর্তন করে সেরকম গরু ও মোষ করতে লাগলো। বিস্ময়ে দেখলাম যে মশক কুল

মোষের শরীর থেকে দলে দলে বেরিএ এসে গরুটিকে আক্রমণ করলো আর গরুটাও সেই আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে দূরে দূরে সরে যেতে যেতে শেষে খাওয়া ছেড়ে কচু গাছের পাশে শুয়ে পড়লো। আমি দেখলাম যে কচুবন থেকে মণ্ডূক কুল মহা আনন্দে গরু চড়াও করে মশকের দলকে সাবাড় করতে লাগলো । গরুর শোয়া ও দাঁড়ানো পরিস্কার হলেও মোষেরা কেন শুয়ে পড়েনা তা বোঝা গেলনা। পরে মোষ গুলির দিকে নজর দিতে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে এল । সব সময় দাঁড়িয়ে থাকা মোষ দুটি অসংখ্য মশা বেষ্টিত হয়ে গরু গুলির কাছে গিয়ে মশক কুলকে গরুকে আক্রমনের সংকেত দিতে থাকে আর সেই জন্যে মোষ দুটি গরু গুলির পাসা পাসি চলে আসতে থাকে। মশক গুলি মোষদের বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারেনা (চামড়া যা মোটা !) বা চায়না বোধ হল। এমন সময় আমাদের বাড়ীর পাহারাদার এসে আমায় বললো, ‘ বাবু কেন মচ্ছরের কামড় খাচ্ছেন ? হামি তো দিনেতেও ওখানে যাইনা , ডাক্তার বাবু বলেন যে মছছর কাটলে ডেঙ্গু বুখার হবে যান উপরে জান। আমি আমার ফ্লাটে চলে এলাম। রাত্রে দেবাদিদেব মহাদেব টি ভি সিরিয়াল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম -স্বপ্নে দেখলাম শিব ঠাকুর কে , তিনি মা দুর্গা কে বলছেন যে সাবধানে পৃথিবীতে যেতে কারণ সেকেলে অস্ত্র দিয়ে মহিষাসুর কে মারতে পারলেও নতুন ডেংগীসুর কে কায়দা করা যাবেনা । মা দুর্গা হেসে বললেন যে সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে আর ঠিক সেই সময় মহিষাসুর ও মোষ রূপী ডেংগীসুর মশক কুল নিয়ে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী কে ধরার জন্যে ধেয়ে এল আর দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী হারিয়ে গিয়ে তিনটে গরু ছুটতে আরম্ভ করলো আর সব কিছু মুছে গেয়ে সেই সবুজ মাঠের দৃশ্য বেরিয়ে এলো। ঘুমের মধ্যে শিবকে

দেখলাম তিনি হেসে বলছেন যে এই নতুন ডেংগীসুর কে শেষ করার জন্য তিনি তাঁর গণ দিকে মা দুর্গা কে সাহায্যের জন্যে বলেছিলেন। শুধু নন্দীকে তিনি নিজের কাছে রেখেছেন। ঘুম ভেঙ্গে বারান্দায় গেলাম , না শুধু সবুজ মাঠ আর কিছু নেই । বোধ হয় যে আসন্ন সন্ধ্যায় সেটি এক রণভুমিতে পরিনত হবে। মণ্ডূক কুল কারা তা বোধ হতে আসুবিধা হলনা। তবে না আজ আর দেখা হবে না , আজ মহাষষ্টির ভোর , সকালের ট্রেনে এই কটি দিন বাড়ীতে থাকবো বলে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে।